মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ চতুর্থ | বর্ষঃ প্রথম | এপ্রিল ২০০৫

রাজধানীতে সুড়ঙ্গ থেকে ফেন্সিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গত ২মার্চ রাজধানীর টিটিপাড়া বস্তি থেকে ১৫৭৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। বোতলগুলো ৩৫টি বস্তায় ভরে বস্তি ঘরের সুড়ঙ্গের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ঘটনার দিন সকাল ১০টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একাধিক টিম গোপীবাগ টিটিপাড়া বস্তি ঘিরে ফেলে। বিভিন্ন ঘর তল্লাশির পর তারা ৩২ নম্বর গলির মধ্যবর্তী স্থানের একটি ঘরে ফেন্সিডিল আছে বলে সন্দেহ করে। এরপর লোকজনের সহযোগিতায় ওই ঘরের মেঝে খোঁড়া হলে বিরাট সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে আসে। এই সুড়ঙ্গ পথ থেকেই একে একে ৩৫ বস্তা ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। এ সময় রাজন (১৮) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। উক্ত ৩৫ টি বস্তায় মোট ১৫৭৪ বোতল ফেন্সিডিল পাওয়া যায়। অনেক দিন ধরে নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত মাদক বিপনণ কেন্দ্রটির ওপর কড়া পাহারা দিয়ে আসছিলো। সে কারণে প্রকাশ্যে মাদক সংরক্ষণ ও বিক্রি প্রায় বন্ধ হতে চলেছিলো। সংরক্ষণ করার সমস্যা হওয়ায় উক্ত মাদকচক্র মাটির অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ তৈরি করে মাদকদ্রব্য মজুদ করেছে বলে জানা যায়।

আলামতসহ গ্রেফতারকৃত আসামী রাজন

মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন/০৫ উদযাপন উপলক্ষে সভা

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৫ উদযাপন উপলক্ষে গত ২১ মার্চ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ঢাকাস্থ বিভিন্ন এনজিওসমূহের সাথে এক প্রস্তুতিমূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী মাদকবিরোধী গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

মার্চ মাসের মামলার পরিসংখ্যান

গত মার্চ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতার কর্মে বেশ তৎপর ছিল। মার্চ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬০৬ টি এবং গ্রেফতারকৃত আসামীর সংখ্যা ৬৯৪ জন। মার্চ মাসে ফেব্রুয়ারী মাসের তুলনায় মামলার সংখ্যা বেড়েছে ৩৭ টি গ্রেফতারকৃত আসামীর সংখ্যা বেড়েছে ১৫ জন। তাছাড়া মার্চ মাসে মোট ২৭৯ টি মামলা নিস্পত্তি হয় এবং মার্চ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৬৬৯৩ টি । এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৫৩ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১২৬টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৭৩ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১২৮ জন। অধিদপ্তরের মার্চ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১২৮	১৫৯	১.৫৫৯ কেজি
গাঁজা	১৭৪	১৮৮	১৬৮.০৭৪ কেজি
গাঁজা গাছ	০	০	১০ টি
অবৈধ গাঁজা সিগারেট	০	০	২৫০০ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১১৮	১১৬	১৮৭২.০৫ লিটার
বিদেশী মদ	১৬	১৪	৭৯২ বোতল
বিয়ার	১	১	২০৮ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৬	৮	৪৯.৭০৪ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩	৩	৭৫ লিটার
ফেন্সিডিল	১২৫	১৫৯	৬১২৩ বোতল
ফেন্সিডিল	০	০	১৪ লিটার
তাড়ী (টোডি)	১৫	১৬	৭৫৫ লিটার
পেথিডিন	১	১	৫ এ্যাম্পুল
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	২	৩	১২১ এ্যাম্পুল
জাওয়া(ওয়াশ)	৫	৭	১০০৯৭.৮ লিটার
এ্যালকোহল	১	১	১.২ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৩	৪	৩০ এ্যাম্পুল
পপি গাছ	৮	১৪	৩৭৫০০ টি
নগদ অর্থ	০	০	৮৪১৪১ টাকা
সি,এন, জি	০	০	৪ টি
মোবাইল সেট	০	০	৪ টি
মোট	৬০৬	৬৯৪	

মাদকাসক্তি অপরাধ প্রবণতা জন্ম দেয়

একজন মানুষ যখন সুস্থ জীবন যাপন করে তখন তার চিন্তা-চেতনাও থাকে সুস্থ। যা নাকি সমাজের জন্য কল্যাণকর। ফলে তার জীবনে আসতে থাকে সমৃদ্ধি। সেইসাথে অবদান রাখে পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় অর্থনীতিতে। কিন্তু একজন মানুষ যখন মাদকের মত মারাত্মক নেশার দিকে এগুতে থাকে তখন তার মধ্যে ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হতে থাকে অপরাধ প্রবণতা। এই অপরাধ প্রবণতার প্রভাব প্রথমে পড়ে তার পরিবারের উপর। মাদকাসক্তের ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অস্থিরতা, বিষন্নতা এবং খিটখিটে মেজাজ। সামান্য বিষয় নিয়েই পরিবারের অপরাপর সদস্যদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে তার সাথে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। মাদকাসক্তের অপরাধ প্রবণতার সবচেয়ে বড় কারন নেশার টাকা সংগ্রহ করা। একজন মানুষ যখন মাদকাসক্ত হয় তখন তার অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। এই অর্থ চাহিদা প্রথমদিকে তুলনামূলক কম থাকে কারন প্রথমদিকে তার মাদক চাহিদাও কম থাকে। এই টাকা প্রথমে সে তার পরিবারারের সদস্য, নিকট আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে বিভিন্ন কারন দেখিয়ে নিয়ে থাকে। একসময় সে আর এইভাবে টাকা পায়না বা অভিভাবকরা এই টাকা সরবরাহ করতে পারেনা । তখনই সে শুরু করে বিভিন্ন অসদাচরণমূলক আচরণ। পারিবারিক বিভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র বা পরিবারের সদস্যদের গহনা পর্যন্ত বিক্রয় করে দিতে সে দ্বিধাবোধ করেনা। ফলে মাদকাসক্তের পরিবারে দেখা দেয় নানাবিধ বিশৃংখলা। এমন এক সময় আসে যখন তার নেশার টাকার নিজস্ব বা পারিবারিক উৎস বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তার মাদক চাহিদা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে যায়। নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য পাগল হয়ে উঠে। তার হিতাহিত জ্ঞান তখন লোপ পায়। তার মধ্যে তখন একটা জিনিসই কাজ করে তাহলো যেকোন মূল্যে টাকা সংগ্রহ করতেই হবে। তার দ্বারা তখন যেকোন ধরনের কাজ করা সম্ভব। আর তখনই সে শুরু করে চাঁদাবাজি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি। এভাবেই তার বিচরণ শুরু হয় অপরাধ জগতে। আর এই অপরাধ প্রবণতা এমনই একটি সামাজিক ব্যাধি যা বন্ধ করা না গেলে ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকবে। যার প্রভাব পড়বে গোটা জাতির উপর। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যেমন ধ্বংস হতে থাকবে তেমনই অচল করতে থাকবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে। যার ফল ভোগ করতে হবে সমগ্র জাতিকে।

মোহাম্মদপুরে ২০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার

গত ৫ মার্চ রাত ৮ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম মোহাম্মদপুর এলাকার রাজিয়া সুলতানা রোডস্থ এক্স -২২ নং বাসায় অভিযান চালিয়ে ৩জন মাদক ব্যবসায়ী যথাক্রমে মনোয়ারা (৫০), আছিয়া(২৪) ও তাদের সহযোগী দেলোয়ার (২৮) কে গ্রেফতার করে এবং তাদের নিকট থেকে ২০০(দুইশত) গ্রাম হেরোইনসহ একটি মোবাইল সেট ও হেরোইন বিক্রির ৯,০০০(নয় হাজার) টাকা উদ্ধার করে। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ মোহাম্মদপুর এলাকায় হেরোইন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আছে বলে জানা যায়।

কারাগারে পাচারকালে গাঁজাসহ ৩ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ দল গত ২৭ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বাউন্ডারী সংলগ্ন মাজারের দেয়ালের ওপর দিয়ে এক কেজি গাঁজার প্যাকেট কারাগারের ভিতরে নিক্ষেপকালে হাতে-নাতে লালচান ফকির, আসিফ হোসেন ওরফে স্বপন ও সাব্বির আহমেদ কে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জানায়, কারাগারের অভ্যন্তরে দাগী আসামী ও মনিহার ভবনের রাইটার সাইফুলের সঙ্গে তারা বিকেলে জেলগেটে দেখা করে। এরপর সাইফুল এক কেজি গাঁজার প্যাকেটটি মাজারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে জানিয়ে দেয়। মাজার বরাবর এসে কারাগারের ভিতর থেকে সিগন্যাল দেয়ার পর গাঁজার প্যাকেটটি নিক্ষেপ করার সময় তারা ধরা পড়ে। তারা প্রায় দিনই এইভাবে গাঁজা, হেরোইনসহ লাখ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য কারাগারে পাচার করে থাকত বলে জানা যায়।

নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২৬ জুন, ২০০৫ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করেছে। নিম্নে মার্চ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ১৩ টি।
২. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী- ১ টি।
৩. মাইকিং- ১৮ টি।
৪. সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা- ১ টি।
৫. ভিটক্সিফিকেশন ক্যাম্প- ১ টি।
৬. চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা- ১ টি।
৭. সিডি/সিনেমা স্লাইড প্রদর্শন- ১১ টি।
৮. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ১৪ টি।
৯. পোস্টার বিতরণ- ১১২০টি।
১০. লিফলেট বিতরণ- ৫৬০০টি।
১১. স্টিকার বিতরণ- ১১২০টি।

পারাবত এক্সপ্রেসে গাঁজা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গত ২১ মার্চ আন্তঃনগর পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে প্রায় ১ মণ গাঁজা ও নগরীর ডেমরা, ধানমন্ডি, সূত্রাপুর এলাকা থেকে ১৬০ বোতল ফেন্সিডিল এবং হেরোইনসহ ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে- দেলোয়ার হোসেন(২৮), মোঃ শিবলী (২২), মোঃ আলীম উদ্দিন(৪২) ও রুনা আক্তার (২৬)। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা আখাউড়া থেকে ট্রেনে উঠে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর পারাবাত ট্রেনটি বিমানবন্দর স্টেশন পার হওয়ার পরই বিশেষ টিমটি সুকৌশল অবলম্বন করে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে গাঁজার পোটলাগুলো জব্দ করতে থাকে এবং সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার করে।

অভিনব কায়দায় গাঁজা পাচারকালে গ্রেফতারকৃত জনৈক আসামী

অবৈধ মাদক পাচারকালে ধৃত চার যুবক।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

মার্চ মাসে ৫ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৯৪২ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃর্বিভাগে ১৭২ জন চিকিৎসা সেবা এবং বহিঃর্বিভাগে ৭৭০ জন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। নিম্নে মার্চ মাসে সরকারীভাবে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো ।

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃর্বিভাগ	বহিঃর্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৮৫	৪৮৫	৫৭০	২৫৪	৩১৬
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	৩	২৩	২৬	৯	১৭
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৭	১৯২	১৯৯	১০৬	৯৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৭৫	৬৮	১৪৩	১৮	১২৫
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২	২	৪	৪	০
মোট	১৭২	৭৭০	৯৪২	৩৯১	৫৫১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক মার্চ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্রমিক	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৯৬	১১৮
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৬	৫৯
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩১	৩১
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২০	২১
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৭	৭
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১০	১২
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৪	৪৪
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	৬
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৭	৩৭
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১০	১৩
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২১	২৪
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৮	৪
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৩	২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০	০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	৩	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৯	৩০
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	২২	২৪
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৫	১৫
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৬	১১
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	৩
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬৫	৮৮
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২১	২৫
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৩	১৬
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩১	৩৮
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২২	২৭
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	১৯
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৫	৫
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	৯
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৫	৫
	সর্বমোটঃ	৬০৬	৬৯৪

সম্পাদকের কথা

আজকাল অনেক অভিভাভককেই এমন ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় যে, তারা তাদের প্রিয় সন্তানদের খোঁজ খবর রাখার অবকাশটুকু পর্যন্ত পাননা। আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে আমরা কিসের পেছনে ছুটছি। আমরা আমাদের সন্তানদের সময় না দিয়ে প্রতিষ্ঠার পিছনে ছোটে বেড়াচ্ছি। কিন্তু আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে আমাদের আসল প্রতিষ্ঠা কোথায়। আমাদের সন্তানদের যদি আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে না তুলতে না পারি তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আমরা আমাদের সন্তানদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে না তুলে, সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে এই মায়াময় পৃথিবী ত্যাগ করি তাহলে এই সম্পদ কি রক্ষা করতে পারবে আমাদের উত্তরাধিকাররা ? তাই আমাদেরকে অবশ্যই সন্তানদের ভালবাসতে হবে সর্বাগ্রে। তাহলেই তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। যার জন্য প্রয়োজন সন্তানদের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা। কেননা আপনার প্রিয় সন্তানটি বাবা-মায়ের সান্নিধ্যের অভাবেই হয়ে যেতে পারে বখাটে, হয়ে যেতে পারে মাদকাসক্ত। যা আমাদের কারোরই কাম্য নয়।

নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।